দর্শনার রামনগর গ্রামে আখচাষী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দর্শনা পৌরসভার রামনগর মিলগেট পশ্চিম সাবজোনের ২২নং ইউনিটে আখচাষী সমাবেশ অনুষ্টিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল ৫ টায় রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ আখচাষী সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

আখচাষী সমাবেশে ডিজিএম কৃষি (সম্প্রসারন) মাহাবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন,কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

এ সময় তিনি বলেন, আপনারা আখ চাষ করুন আগামীতে আখের মৃল্য আরও বৃদ্ধি করা হবে। আপনারা আখ লাগাবেন এবং সার্বিক সহিযোগিতা করবে কেরু এ্যান্ড কোম্পানি। এ মিল আপনাদের এ মিল টিকে থাকলে আপনাদের অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছলতা আসবে। আগামী অর্থ বছরে আখের মৃল্য টন প্রতি ৬ হাজার ৫শ টাকা নির্ধারন করা হবে। তিনি আরও বলেন ভাল বীজের আখ লাগাবেন আপনার লাভবান হবেন। এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন আখ সরবাহ করবেন। অধিক চিনি আহরনের জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও টপট্রাসমুক্ত আখ মিলে সরবরাহ করার আহব্বান জানান তিনি। তিনি যোগদানের পর থেকে আখচাষীদের দারপ্রন্তে ছুটছেন। তিনি আখচাষীদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগও শুনছেন। তিনি চাষীদের ন্যয্যতার কথা বলছেন এবং চাষীদের আসস্ত করছেন।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মহাব্যবস্থাপক (কারখানা), সুমন কুমার সাহা, মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ভূঁইয়া। এ সমাবেশে প্রায় ৩শ আখচাষী উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় কেরু মন্দিরে হিন্দু

ধর্মালম্বীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার একমাত্র ঐতিহ্যবাহী ভারী শিল্প কারখানা দর্শনার কেরু এ্যান্ড কোম্পানির সুনামধন্য “কেরুজ সর্বজনীন দূর্গা মন্দির” এলাকার মন্দিরের দূর্গাপূজাকে সভল ভাবে সম্প্রদানে হিন্দু ধর্মালম্বীদের সাথে মতবিনিময়সভা করেছেন কেরু এন্ড কোম্পানির নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

গতকাল রোববার সন্ধা ৭ টায় কেরুজ সর্বজনীন দূর্গা মন্দিরে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেরুজ দূর্গামন্দিরে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও অনুষ্ঠিত হচ্ছে শারদীয় দূর্গা পূজা। সভায় প্রধান অতিথি রাব্বিক হাসান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা ও যে কোন উস্কানি বা গুজব রোধে সকলকে একযোগে সোচ্চার ও সচেতন থাকার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

তিনি বলেন, এটা আমার আপনার সবার দেশ, একযোগে সবাইকে নিরাপত্তা দিতে সহযোগিতা করতে হবে। পাশাপাশি পূজা চলাকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মন্দির এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কেরুর নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে সর্বাক্ষণিক টহল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহা-ব্যবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, মহা-ব্যবস্থাপক (ডিস্টিলারি) রাজিবুল হাসান, কেরুজ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, মন্দির কমিটির সভাপতি নমিতা রানী মালাকার, সাধারণ সম্পাদক রাধারাণী দাস, রতন কুমার লোধ, নারায়ন চন্দ্র দাস, সমির সরকার, নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, দীপেন ঘোষ, তপন কুমার বিশ্বাস, তারাপদ বিশ্বাস, ধীরেন চন্দ্র দাস, শঙ্কর বিশ্বাস, সুবাস বিশ্বাস, রতন দাস, গনেস বিশ্বাস, বাঁধন চন্দ্র দাস, শুভ লোধ প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বিক্রি করাসহ নানা অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার শ্রী সুশীল কুমার বিশ্বাসকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭, ৪০ ও ৪৫ ধারায় দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় সবজি বাজার, মুদি দোকান, আলু পেঁয়াজের আড়তসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়। এসময় সব ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয় এবং সবাইকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি, ভাউচার সংরক্ষণ ও মূল্যতালিকা প্রদর্শন করতে বলা হয়। এছাড়া সচেতনতামুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতায় ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. মাহফুজুর রহমান ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি দল। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস পালন

‘জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন, আনব দেশে সুশাসন’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় জাতীয়জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস পালিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৯ টায় সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের কোর্ট মোড়ে ঘুরে একই স্থানে র্যালি শেষ হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা করা হয় জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক শারমিন আক্তারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘নাগরিককে জন্ম সনদ দিতে হবে। এই জন্য সবাইকে জন্ম ও মৃত্যু সনদ গ্রহণ করতে হবে। জন্ম সনদে সব সময় ছোট নাম দিতে হবে। গ্রামের ইউনিয়নপর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যু সনদ নিতে যেন কোন বিলম্ব সৃষ্টি না হয়। এই জন্য গ্রামের পুলিশের সচেতন থাকতে হবে। গ্রাম পুলিশের সঠিক তথ্যের কারণে জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তথ্য পাওয়াযায়। ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর সনদ গ্রহন করতে হয়। জন্ম সনদ ও মৃত্যু সনদের আইন মানতে হবে। জন্ম ও মৃত্যু সনদে ভুল দ্রুতসংশোধন করে সকল নাগরিককে দিতে হবে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

সময় মতো রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে। জন্ম ও মৃত্যু সনদের তথ্য সঠিক ভাবে উল্লেখ করতে হবে। শিশুজন্ম গ্রহণ করার পর মৌলিক অধিকার জন্ম সনদ গ্রহণকরা’।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ভুমি অফিসের সহকারী কমিশনার এস.এম. আশিশ মোমতাজ, চুয়াডাঙ্গা কালেক্টর স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র সাকিব হাসান তুষার, চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী কারার তাফসীন, ঝিনুক বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী নুসরাত আরেফিন, বৈষম্য বিরোধীছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি সজিবুল ইসলাম, গ্রাম পুলিশ বিপুল দফাদার, বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসন কর্মকর্তা ফয়জুর রহমান, প্রথম আলোর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি শাহ আলম সনি প্রমুখ।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির পক্ষ থেকে পূজা কমিটি গঠন

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কোমরপুর গ্রামে ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি সাবেক মেম্বর নোয়াজ্জেস এর সভাপতিত্বে আজ রোববার বিকাল ৪ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির পক্ষ থেকে পূজা উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত বিএনপি নেতৃবৃন্দরা জানান হিন্দুরা আমাদের ভাই। তারা নির্বিঘ্নে পূজা করবে। তাদের যত রকম সাহায্য সহযোগীতা করার সব রকম সহযোগীতা করা হবে বিএনপির পক্ষ থেকে ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল হক,সহ-সভাপতি করম আলী, সাধারন সম্পাদক সাইদ বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল, বিএনপি নেতা মিজানুর, রফিকুল বিশ্বাস, মজিদ, আজিজুল হক, আনোয়ারার, গোলাম, তারিক, সাইদুর, আব্দুল আলিম, সাহা জুল,

তারিক, আ:মালেক, সহিদুল, উপজেলা কৃষকদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আ:মতিন খসরু, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আ:কাদের, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মমিন বিশ্বাস, সদস্য সচিব খাইরুল, ইউনিয়ন যুবদল নেতা দেলোয়ার কবির,রুস্তম, আহসান, এনামুল,আহসান-২, সুমন, রাজু, উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব এমডিকে সুলতান, আমির হামজা, খাইরুল, আকরাম আলী, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক জুলফিক্কার আলী ভুট্টো, জামাল, মারুফ প্রমুখ।

দামুড়হুদায় মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে চুয়াডাঙ্গা সদর সহকারী জজকোর্টের সেরেস্তাদার নূরুল হকের বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে ২২ জনের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্য পাঠ করেন খাজা আহাম্মেদ।

সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্য হুবহু তুলে ধরা হলো। আমি খাজা আহম্মেদ (৫২), পিতা-মৃত-নূরবক্স মন্ডল ও ২২ জন নিম্ন স্বাক্ষরকারী গন চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়ন পরিষদের গোবিন্দহুদা গ্রামের বাসিন্দা। আমাদের গ্রামের মৃত বরকত মন্ডল এর পুত্র নূরুল হক বর্তমানে তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর সহকারী জর্জ কোর্টের সেরেস্তাদার পদে কর্মরত। সে একজন ভূমিদস্যু, লোভী, হীনমানষিকতাপূর্ণ, মামলাবাজ ও চক্রান্তকারী ব্যাক্তি। আদালতে চাকুরীর দাপটে সে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির পক্ষে মামলা ও জেলের ভয় দেখিয়ে গ্রামের নিরীহ ও অশিক্ষিত মানুষকে নানা ভাবে ঠকায় ও ভুল পথে পরিচালিত করে। বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে স্থানীয় নেতাদের ম্যানেজ করে আশপাশ এলাকার চাষের জমির বালু ও মাটি কেটে শেষ করেছে এবং আওয়ামীলীগের এজেন্ডা বাস্তবায়নে গত ১৫

বছর যাবৎ ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে স্থানীয় জনগনকে কুক্ষিগত করে রাখতে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে সবাইকে হয়রানি করেছে। এলাকায় তার নাম হয়ে গেছে ভূমিদস্যু ও মামলাবাজ নূরুল হক পেশকার। কেউ তার বিরুদ্ধচারণ করলে তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে মামলা দিয়ে হয়রানি করে। গ্রাম ও আশেপাশ এলাকার অনেকেই তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ। মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতে প্রভাব খাটিয়ে অন্যার সম্পত্তি আত্মসাৎ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এরকম কিছু ঘটনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

১৯৯৩ সালে নূরুল হক তার ভগ্নি সুরাতন নেছাকে বাদী করে ৫৮/৯৩ বিভাগ বণ্টনের মামলা করে। উক্ত মামালায় মওলা বক্স ও তার শরীকগণ প্রতিদন্দিতা করা কালে মামলাটি নিজের অনুকূলে নেওয়ার জন্য প্রতিদন্দি কারীদের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা চাঁদাবাজী মামলা দায়ের করে। যার মামলা নং-৩৭/২০০০, মামলাটি আদালত খারিজ করে দিলে তার নিজস্ব ক্যাডার বাহীনি দিয়ে প্রতিদন্দি ব্যক্তিদের উপর বিভিন্ন ধরনের হুমকি ধামকি দিয়ে জোর পূর্বক বিভাগ বন্টনের জমিজামা দখল করতে যায়। বাধা দিলে পুনরায় আবার প্রতিদ্বন্ধিদের নামে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক চাঁদাবাজী মামালা করে। যাহার মামলা নং- সিআর ৪৯/২০০৯, ১/২০০৯, ৫৪/২০০৯, ৩৫/২০০৯, তদন্ত সাপেক্ষে আদালত এই মামলা খারিজ করে দিলে পরবর্তীতে আবারো মিথ্যা মামলা দেয়। মামলী নং-সি আর-২০১/২০০৯, ২০৮/২০০৯, ৬৭২/২০০৯, ২৮৩/২০০৯, ফলে এক সময় মামলায় জজ্জারিত হয়ে প্রতিদ্বন্ধি কারীরা পারিবারিকভাবে নানা রকম হেনস্থা ও বঞ্চনার শিকার হয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়। অপর দিকে মাহতাব হোসেন সাং-পাটাচোরা, বাদী হয়ে নুরুল হক এর বিরুদ্ধে ২২/১১/২০১২ তারিখে ১৮২/১২ একটি দেওয়ানী মামলা চুয়াডাঙ্গা জজ আদালতে রুজু করে। এই মামলাটিও যাতে চলিতে না পারে তারই প্রেক্ষিতে বাদী সহ আমাদের আত্মীয় স্বজন ভাই বোনদের নামে ও গ্রামের কয়েকজন এর বিরুদ্ধে ১৮/১২/২০১২ তারিখে একটি চাঁদাবাজী মামলা দায়ের করে। যাহার নং- সি আর-৩৯০/১২, উক্ত মামলাটি দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিথ্যা বলে আদালতে রিপোর্ট দেয়। পূনরায় ১৩/০২/২০১৩ তারিখে মওলা বক্সের পুত্র ও আত্মীয় ও গ্রামের দুই জন নিরীহ লোকসহ একটি চাঁদাবাজী মামলা দায়ের করে। যার জি আর নং-৪১/১৩, উক্ত মামলাটি মিথ্যা ও বানোয়াট বলে তৎকালীন এসপি, এডিশনাল এসপি, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলাটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। দুঃখের বিষয় এইযে, আদালত উক্ত রিপোর্ট টি না মঞ্জুর করে পুনরায় গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করে। এই মামলায় আমরা জেল হাজতে থাকাকালীন সময়ে আমাদের ১০ বিঘা

আম, মেহগনি ও শিশু বাগান কেটে নেয়।

যাহার আনুমানিক মূল্য ১৫-২০ লক্ষাধিক টাকা এবং জমি দখল করে ০৬ বিঘার উপরে মাল্টা বাগান করে। আমরা জেল থেকে জামিন নিয়ে বের হইয়া প্রতিবাদ করিলে নুরুল হক তাহার ক্যাডার বাহীনি দিয়ে আমাদের পক্ষের গোবিন্দহুদা গ্রামের মৃত-মওলা বক্সের ছেলে, মাসুদ বিল্লাহ মন্টু (৫৬), কে লোহার রড, রাম দা দিয়ে নিমর্মভাবে কুপিয়ে দুই হাত, পা রক্তাক্ত জখম করে। এরই ধারাবাহিকতায় গত-০৫/০৮/২০২৪ ইং- তারিখে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে স্বৈরচারী সরকারের পতন হলে আমরা নুরুল হকের দখল কৃত মাল্টা বাগানের ০৬ বিঘা জমি ছেড়ে দিতে বলি। সে আমাদের কথায় কোন কর্ণপাত করেনা এক পর্যায় গত-১৩/০৯/২০২৪ তারিখে রোজ- শুক্রবার নুরুল হক গ্রামের বড় মসজিদ কমিটির সভাপতি হওয়ায় গ্রামের লোকজন তার কাছে গচ্ছিত মসজিদ তহবিলের ০৬ লক্ষ টাকার হিসাব চাহিলে সে তার কাছে উক্ত টাকা গচ্ছিত আছে বলে জানায়। এই সময় মহল্লাবাসীর পক্ষে আমার ভাই জয়নুর মসজিদ তহবিলের গচ্ছিত টাকা মসজিদের একাউন্টে জমা দিতে বললে নুরুল হক ক্ষিপ্ত হয়ে তার সাথে বাকবিতন্ডাতে জড়ায়। পরবর্তীতে এরই জের ধরে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মিথ্যা হয়রানীমূলক চাঁদাবাজী মামলার এজাহার দায়ের করে যা তদন্ত সাপেক্ষে মিথ্যা প্রমানিত হয়। নুরুল হকের দখলে থাকা মাল্টা বাগানের ০৬ বিঘা জমি উদ্ধার এর জন্য আমরা দামুড়হুদা মডেল থানায় অভিযোগ দায়ের করিলে অভিযোগের প্রেক্ষিতে অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবির নুরুল হককে ডেকে মিমাংসা করার চেষ্টা করিবে বলে জানায়। কিন্তু মিমাংসার আগেই নুরুল হক বিজ্ঞ আমলী আদালত দামুড়হুদা চুয়াডাঙ্গায় আমি সহ আরো আমাদের ২২ জনের নামে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক চাঁদাবাজী মামলা দায়ের করে। মামলা নং-সিআর ৫৬৬/২৪, যাহার ধারা- ৪২৭/৩৮৫/৩৬৬/৩৬৭/ও ৫০৬, যাহা বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নেওয়ার জন্য দামুড়হুদা মডেল থানাকে নির্দেশনা প্রদান করে। আমরা এই হয়রানী ও মিথ্যা মামলা থেকে পরিত্রান চায় ও নুরুল হক এর উপযুক্ত বিচার চায়।

জীবননগরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জীবননগর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । আজ শনিবার সকাল ১০ টার সময় বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন জীবননগর উপজেলা শাখার আয়োজনে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে জীবননগর পৌর শহরের মেইন বাস স্ট্যান্ড চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন জীবননগর উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে র্যালি ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক, উথলী কলেজের প্রভাষক, আসা দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক আহমদুল হক তুহিনসহ জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় যথাযথ মর্যাদার সাথে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শিক্ষার নতুন সামাজিক অঙ্গীকার প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার (৫ অক্টোবর) সকাল দশটায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে একটি

দর্শনার কেরুতে ওয়াস হাউজের সড়কের পাশে অরক্ষিত ঝুঁকিপূর্ণ লৌহ বাউন্ডারি নির্মান

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার ঐতিহ্যবাহী ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান কেরু এ্যান্ড কোম্পানির স্প্রিট তৈরীতে ব্যবহৃত কাঁচামাল চিটাগুড় (মোলাসেস) এর পরিত্যাক্ত তরল স্পেন্ট ওয়াস সংরক্ষণের অরক্ষিত ঝুঁকিপূর্ণ ৭০ ফুট গভীর হাউজের সড়কের পাশসহ চতুর্দিকে লৌহ বাউন্ডারি নির্মান করেছে কেরু এ্যান্ড কোম্পানির নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

জানাগেছে, কেরু এলাকায় “কেরুজ জৈবসার” তৈরীর লক্ষে ২০১২ সালে দর্শনা রেলবাজার-আনোয়ারপুর রাস্তার পাশে স্প্রিট তৈরীতে ব্যবহৃত মোলাসেসের অব্যবহৃত পরিত্যাক্ত তরল বজ্র সংরক্ষণের জন্য রাস্তার দুইপাশে ২ টি গভীর হাউজ তৈরী করে কেরু এ্যান্ড কোম্পানি। যার একটির গভীর ৫০ ফুট আর অন্যটির ৭০ ফুট। ঝুকিপূর্ণ গভীর হাউজ দুটি কেরুর কর্মচারিদের আবাসিক এলাকা ও রাস্তার পাশে হওয়ায় সেইসময় লোহার তারকাটা দিয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী করা হয়৷ পরবর্তীতে ২০১৯ সালে তারকাঁটা মরিচাধরে নষ্ট হয়ে ছিড়ে যায়।

এসময় রাস্তায় চলাচলরত পথচারী ও আবাসিক এলাকার মানুষের মাঝে তৈরী হয় আতঙ্ক। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের অভিযোগ কেরু এ্যান্ড কোম্পানির পূর্বের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয় সহ বড় কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বা লিখিত দিয়েও তারা পুনোরায় হাউজগুলোর তারকাঁটা দিয়ে সংস্করের ব্যাবস্থা করেনি। নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক যোগদানের ১ মাসের মধ্যে রাস্তার পাাশের গভীর হাউজের চতুর্দিকে লোহার রড দিয়ে বাউন্ডারি নির্মান করেছে। কেরু এলাকায় শিশু-কিশোরদের, গবাদিপশু নিয়ে বসবাসরত এলাকাবাসী ও রাস্তায় চলাচলকারী পথচারী মাঝে ফিরেছে আনন্দ, মুছছে আতঙ্কের ছায়া। এদিকে বাউন্ডারি নির্মানের খবরে প্রশংশায় ভাসছে কেরু এ্যান্ড কোম্পানির নবাগত ব্যবস্থপনা পরিচালক।

কেরুর কোয়াটারে বসবাসকারী গনেস দাস বলেন, আমার বাসায় ছোটা বাচ্চারা আছে। আমার ঘরের সামনে হাউজটি ৫/৬ বছর যাবৎ তারকাঁটা বাদে পড়েছিলো। বাচ্চাদের নিয়ে সবসময় অতঙ্কে থাকতাম আমরা পরিবারের সবাই।

এ বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পানির নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, নিরাপত্তার স্বার্থে আমার নিজ উদ্দ্যগে পুকুরের চারপাশ কাটা তারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। এতে করে গরু ছাগল শিশু বাচ্ছারা চিটা গুড়ের পুকুরে না পড়ে। এ সব জৈবসারের কাঁচামাল স্পেন্ট ওয়াসের হাউজ অরক্ষিত অবস্থায় থাকার খবর জানতে পেরে নতুন করে লোহার রডদিয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী করেছি।